আমাদেরসময়.কম

0

প্রচ্ছদ

আবারোও শিশাসহ ২ জন গ্রেপ্তার

ইসমাইল হোসেন ইমু : রাজধানীতে আবারও মরণনেশা শিশাসহ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর।

বুধবার রাতে বনানীর কার্গিল রেস্টুরেন্টে এবং গুলশানের জাইকা রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেপ্তার করা হয়। এসময় ৭ কেজি শিশা ও ১৫টি হুক্কা উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন জুয়েল মিয়া ও মনোয়ার হোসেন। এ ব্যাপারে বনানী থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের গুলশান সার্কেলের পরিদর্শক একেএম কামরুল ইসলাম গ্রেপ্তার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এর আগেও বেশ কয়েকজন শিশাসহ গ্রেপ্তার হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে অভিযান চালানো হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্থানীয় সময় : ১৪২১ ঘণ্টা, ০৬ জুন ২০১৩

ক্ষতিকারক শীশাসহ রাজধানিতে গ্রেপ্তার দুই

নিউজ বিএনএ ডটকম, ঢাকা, ৬ জুন: রাজধানিতে আবারো ক্ষতিকারক উপাদান মিশ্রিত শীশাসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর। এরা হলো জুয়েল মিয়া ও মনোয়ার হোসেন।

বুধবার রাতের দিকে বনানির কার্গিল রেষ্টুরেন্ট এবং গুলশানের জাইকা রেষ্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় ৭ কেজি শিশা ও ১৫টি হুক্কা উদ্ধার করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের গুলশান সার্কেলের পরিদর্শক একেএম কামরুল ইসলাম গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শীশার মধ্যে ক্ষতিকারক টেট্রা হাইড্রোক্যানাবিনল মিশিয়ে বিক্রি হচ্ছে এমন গোপন তথ্য পেয়ে ওই দুই রেষ্টুরেন্টে অভিযান চালানো হয়। এ সময় দুই জনকে ৭ কেজি শিশা ও ১৫টি হুক্কাসহ গ্রেফতার করা হয়।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত শিশা উদ্ধার, গ্রেফতার চার

নিউজ বিএনএ ডটকম, ঢাকা, ৫ জুন : রাজধানীতে মানবদেহের জন্য ব্যাপক ক্ষতিকারক উপাদান মিশ্রিত শিশাসহ চার জনকে গ্রেফতার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

বুধবার দুপুরের দিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো অঞ্চলের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো মো. জাফর ইকবাল (৩৩), মো. জিয়াউর রহমান (৩৩), কাওছার আহমেদ তাহের (২৯), মো. জাকির হোসেন (৩০)।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ১৫ কেজি ক্ষতিকারক উপাদান টেট্রা হাইড্রোক্যানবিনল মিশ্রিত শিশা, ৩০টি গাঁজা সেবনের হুক্কা, বিলাতি ১ বোতল মদ ও চারটি ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, অধিদপ্তরের গুলশান সার্কেলের পরিদর্শক এ কে এম কামরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি দল মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর গুলশান ২ নম্বরস্থ ক্যাফে এ্যারাবিয়া রেষ্টুরেন্টে অভিযান চালায়। সেখান থেকে হুক্কার মধ্যে ক্ষতিকারক উপাদান মিশ্রিত শিশা ব্যবহারের সময় ৩০ জনকে উদ্ধার করা হয়। এছাড়া ২২টি হুক্কা ও ১০ কেজি ক্ষতিকারক উপাদান মিশ্রিত শিশা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ওই রেষ্টুরেন্টের মালিক কাওছার আহমেদ তাহের, মো. জাকির হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।

এদিকে, একই দল রাজধানীর বনানীর ৭নম্বর রোডের মিলাউন্স রেষ্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে মাদকাসক্ত অবস্থায় আরো ১০ জনকে উদ্ধার করে। সেখান থেকেও ৫ কেজি ক্ষতিকারক উপাদান মিশ্রিত শিশাসহ ৮টি হুক্কা, ইয়াবা ও মদের বোতল উদ্ধার করা হয়। এ সময় জাফর ইকবাল (৩৩), মো. জিয়াউর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।

উদ্ধারকৃত ব্যক্তিদের স্থানীয় মাদক নিরাময়কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানান কর্মকর্তারা।

গুলশান সার্কেলের পরিদর্শক কামরুল ইসলাম জানান, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে বেশ কিছুদিন আগে ওই দুই রেষ্টুরেন্টে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে শিশা জব্দ করে রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় ধরা পড়ে শিশার মধ্যে মানবদেহের জন্য ব্যাপক ক্ষতিকারক উপাদান টেট্রা হাইড্রোক্যানবিনল মিশ্রত করা হয়। এতে মৃত্যুর ঝুঁকিও রয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা জনিয়েছে, তারা ৪ বছর ধরে এ ব্যবসা করে আসছে। ইরান থেকে চোরাই পথে তারা টেট্রা হাইড্রোক্যানবিনল মিশ্রত শিশা দেশে এনে সাধারণ মানুষকে নেশায় আসক্ত করছে। গাঁজার সাথে শিশা মিশ্রিত করে কলকির মধ্য দিয়ে ১ হাজার ৫'শ থেকে ২ হাজার টাকায় ২০ গ্রাম শিশা বিক্রি করা হয়।

এ বিষয়ে বনানী ও গুলশান থানা পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

jamuna news24.com
সত্যের সন্ধানে সবার প্রতিদিন

রাজধানীতে মাদকসহ দুজন গ্রেফতার

বৃহস্পতিবার, 06 জুন 2013 21:35 | প্রকাশের তারিখ | লিখেছেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট-এ

Share +1 0 Tweet 0 Share 0 Like 0 Send

যমুনা নিউজ : রাজধানীতে আবারো ক্ষতিকারক উপাদান মিশ্রিত শিশাসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এরা হলেন জুয়েল মিয়া ও মনোয়ার হোসেন।

বুধবার রাতের দিকে বনানীর কার্গিল রেস্টুরেন্ট এবং গুলশানের জাইকা রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় ৭ কেজি শিশা ও ১৫টি হুক্কা উদ্ধার করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের গুলশান সার্কেলের পরিদর্শক একেএম কামরুল ইসলাম গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শিশার মধ্যে ক্ষতিকারক টেট্রা হাইড্রোক্যানাবিনল মিশিয়ে বিক্রি হচ্ছে এমন গোপন তথ্য পেয়ে ওই দুই রেস্টুরেন্টে অভিযান চালানো হয়। এ সময় দুই জনকে ৭কেজি শিশা ও ১৫টি হুক্কাসহ গ্রেফতার করা হয়।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে মঙ্গলবার গুলশান ও বনানীর পৃথক দুটি রেস্টুরেন্ট থেকে টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিনল মিশ্রিত শিশাসহ গ্রেফতার ৪জনকে করা হয়েছিল।

06 June 2013, Thursday

রাজধানীতে মাদকসহ দুজন গ্রেফতার

জাস্ট নিউজ -

ঢাকা, ৬ জুন (জাস্ট নিউজ) : রাজধানীতে আবারো অতিক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত সিসাসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এরা হলো জুয়েল মিয়া ও মনোয়ার হোসেন।

বুধবার রাতে বনানীর কার্গিল রেস্টুরেন্ট এবং গুলশানের জাইকা রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় ৭ কেজি সিসা ও ১৫টি হুক্কা উদ্ধার করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের গুলশান সার্কেলের পরিদর্শক একেএম কামরুল ইসলাম গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সিসার মধ্যে অতিক্ষতিকর টেট্রা হাইড্রোক্যানাবিনল মিশিয়ে বিক্রি হচ্ছে এমন গোপন তথ্য পেয়ে ওই দুই রেস্টুরেন্টে অভিযান চালানো হয়। এ সময় দুজনকে ৭ কেজি সিসা ও ১৫টি হুক্কাসহ গ্রেফতার করা হয়।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে মঙ্গলবার গুলশান ও বনানীর পৃথক দুটি রেস্টুরেন্ট থেকে টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিনল মিশ্রিত সিসাসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

(জাস্ট নিউজ/এমআরএস/জেডএমই/জেএইচ/২০৪৫ঘ.)

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা বৃহস্পতিবার, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, ০৬ জুন ২০১৩

রাজধানীতে আবারও ক্ষতিকর সীসার রমরমা বাণিজ্য

স্টাফ রিপোর্টার : আবারও রাজধানীতে অনেকটা প্রকাশ্যেই শুরু হয়েছে ক্ষতিকর সীসা বারের রমরমা বাণিজ্য। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক উপাদান মেশানো সীসাসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মো. জাফর ইকবাল (৩৩), মো. জিয়াউর রহমান (৩৩), কাওছার আহমেদ তাহের (২৯), মো. জাকির হোসেন (৩০)। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১৫ কেজি ক্ষতিকারক উপাদান টেট্রা হাইড্রোক্যানবিনল মেশানো সিসা, ৩০টি গাঁজা সেবনের হুক্কা, বিলাতি এক বোতল মদ ও চারটি ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়েছে। গতকাল দুপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো অঞ্চলের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। এ বিষয়ে বনানী ও গুলশান থানায় পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এসময় জানানো হয়, অধিদপ্তরের গুলশান সার্কেলের পরিদর্শক এ.কে.এম. কামরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি দল গত মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর গুলশান দুই নম্বরস্থ ক্যাফে অ্যারাবিয়া রেস্টুরেন্টে অভিযান চালায়। সেখান থেকে উচ্চ মাত্রার নিষিদ্ধ সিসা ব্যবহারের সময় ৩০ জনকে উদ্ধার করা হয়।

এছাড়া ২২টি হুক্কা ও ১০ কেজি সিসা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ওই রেস্টুরেন্টের মালিক কাওছার আহমেদ তাহের ও মো. জাকির হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।

এদিকে, একই দল রাজধানীর বনানীর ৭ নম্বর রোডের মিলাউন্স রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে মাদকাসক্ত অবস্থায় আরও ১০ জনকে উদ্ধার করে। সেখান থেকেও ৫ কেজি ক্ষতিকারক উপাদান মেশানো সিসাসহ ৮টি হুক্কা, ইয়াবা ও মদের বোতল উদ্ধার করা হয়। এ সময় জাফর ইকবাল (৩৩), মো. জিয়াউর রহমান নামের দু'জনকে আটক করা হয়। উদ্ধারকৃত ব্যক্তিদের স্থানীয় মাদক নিরাময়কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানান কর্মকর্তারা।

গুলশান সার্কেলের পরিদর্শক কামরুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে বেশ কিছুদিন আগেও ওই দুই রেস্টুরেন্টে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে সিসা জব্দ করে রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়। পরে পরীক্ষায় ধরা পড়ে সিসার মধ্যে মানবদেহের জন্য ব্যাপক ক্ষতিকারক উপাদান টেট্রা হাইড্রোক্যানবিনল মেশানো রয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা জানিয়েছেন, তারা চার বছর ধরে এ ব্যবসা করে আসছেন। ইরান থেকে চোরাই পথে তারা টেট্রা হাইড্রোক্যানবিনল মেশানো সিসা দেশে এনে সাধারণ মানুষদের নেশায় আসক্ত করছে। গাঁজার সঙ্গে সিসা মিশ্রিত করে কলকির মধ্যে দিয়ে ১ হাজার ৫'শ থেকে ২ হাজার টাকায় ২০ গ্রাম সিসা

শুক্রবার ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০ ॥ ৭ জুন ২০১৩ আমাদের অর্থনীতি

শিশা সেবনের ৩০টি আস্তানা রাজধানীতে

বিপ্লব বিশ্বাস ও ইসমাঈল হুসাইন ইমু : রাজধানীর গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি, বারিধারা ও বেইলি রোডে ৩০টি শিশা সেবন ও বিক্রির আস্তানার সন্ধান পেয়েছে র‌্যাব, পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। ইতোমধ্যে বেশকটি আস্তানায় হানা দিয়ে বেশকজন মালিক ও কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী এসব আস্তানার সন্ধান পায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এছাড়া রাজধানীর মিরপুর ও বসুন্ধরা এলাকায় আরও কয়েকটি আস্তানা রয়েছে বলে জানা গেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নজর এড়াতে এরা রেস্টুরেন্ট ব্যবসার আড়ালে এ ব্যবসা করে। তা[illegible] কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়

এরপর পৃষ্ঠা ৪, কলাম ১

শিশা সেবনের ৩০টি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ওইসব রেস্টুরেন্টে আড্ডা দেওয়ায় অনেকে মনে করেন স্বাভাবিকভাবেই তারা আড্ডা দিতে পারেন। এ সুযোগে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়িয়েই চলছে এ ব্যবসা। প্রতিনিয়তই এ মরণ নেশায় আসক্ত হচ্ছে অসংখ্য যুবক-যুবতী। এসব যুবকদের রাজকীয় নেশার কথা বলে চরম ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছে একটি চক্র। তবে তাদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তৎপর রয়েছে।

এদিকে বুধবার রাতে গুলশান ও বনানী এলাকার দুই রেস্টুরেন্টে অভিযানে দুই শিশা ব্যবসায়ী ধরা পড়েছে। গুলশানের আমিকা(?) রেস্টুরেন্ট থেকে মনোয়ার হোসেন ও বনানীর কারগিল(?) রেস্টুরেন্ট থেকে জুয়েল মিয়া(?) নামের দুই ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের কাছ থেকে ২ কেজি শিশা ও শিশা সেবনের ১৩টি হুক্কা উদ্ধার করা হয়েছে। এর আগের রাতে গুলশান ও বনানী এলাকায় অভিযান চালিয়ে চার ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে পরদিনই তারা আদালত থেকে জামিনে বেরিয়ে এসেছেন। অন্যদিকে বুধবার রাতে গ্রেপ্তার দুই ব্যবসায়ীও জামিন আবেদন করেছেন তবে তাদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গুলশান সার্কেলের পরিদর্শক একেএম কামরুল ইসলাম বলেন, মঙ্গলবার রাতের অভিযানে চারজন ধরা পড়ার পর বিভিন্ন মহল থেকে তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য তদবির আসতে থাকে। আর্থিক সুবিধারও প্রলোভন দেখানো হয়। তবে ওইদিকে [illegible] না করে গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর আদালতে প্রেরণ করা হয়[illegible]। কিন্তু আদালত থেকে তারা জামিনে বেরিয়ে এসেছেন। এক্ষেত্রে বাকি শিশা ব্যবসায়ী[illegible] আরও উৎসাহ নিয়ে এ ব্যবসায় নামবে বলে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেন।

তিনি [illegible], রাজধানীর গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি ও বেইলি রোডে অন্তত ৩০টি রেস্টুরেন্টে [illegible] ব্যবসা চলে, চলছে নির্বিঘ্নে। তবে সঠিক তথ্যের অভাবে অভিযান চালানো [illegible]। আবার অনেক রেস্টুরেন্ট রয়েছে প্রভাবশালীদের। ওইসব রেস্টুরেন্টে অভিযান [illegible] অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়। দেশের তরুণ ও যুব সমাজকে ধ্বংস করতে [illegible]। তাদের ছোবল থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি [illegible] আইন প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। সম্পাদনা : আলাউদ্দিন

রেজি নং-ডিএ ৬১৯৮ | বর্ষ ৩ সংখ্যা ২৬৮ | ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০ | ২৪ রজব ১৪৩৪ হিজরি | ৬ জুন ২০১৩

আলোকিত বাংলাদেশ

রাজধানীতে ১৫ কেজি সীসাসহ গ্রেফতার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর গুলশানে মঙ্গলবার রাতে পৃথক অভিযানে ১৫ কেজি সীসা, ৩০টি হুক্কা, বিদেশি মদ ও চার পিস ইয়াবাসহ চার রেস্টুরেন্ট মালিককে গ্রেফতার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর। এরা হলেন জাফর ইকবাল, জিয়াউর রহমান, কাওছার আহমেদ তাহের ও জাকির হোসেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের ঢাকা মেট্রো আঞ্চলিক কার্যালয়ে বুধবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। সংস্থাটির গুলশান বিভাগের পরিদর্শক কামরুল ইসলাম জানান, গুলশান ২ নম্বরের কাছে আরাবিয়া রেস্টুরেন্টে মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি সীসা, ২২টি হুক্কাসহ রেস্টুরেন্ট মালিক কাওছার আহমেদ তাহের ও জাকির হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় রেস্টুরেন্টে ৩০ তরুণ-তরুণীকে অতিরিক্ত সীসা পানরত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে বনানীর ৭ নম্বর সড়কের মিলাউস রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে ৫ কেজি সীসা, ৮টি হুক্কা, চার পিস ইয়াবা ও একটি বিদেশি মদের বোতল উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় রেস্টুরেন্ট মালিক জাফর ইকবাল ও জিয়াউর রহমান নামে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়।

দৈনিক

পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ

সূর্যোদয়

THE DAILY SURJODOY

৮ জুন ২০১৩ খ্রিঃ শনিবার ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০ বাংলা ॥ ২৮ রজব ১৪৩৪ হিজরি

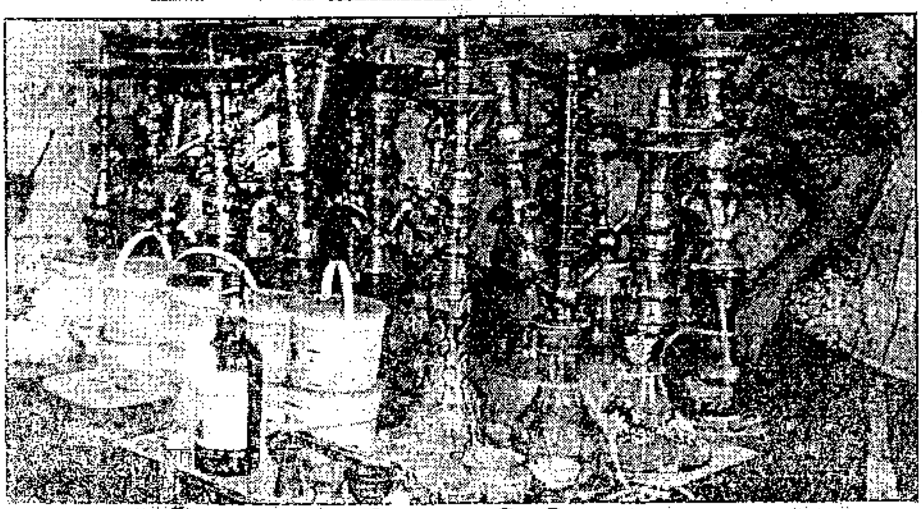

রাজধানী [illegible] শিশা বিক্রির ৩০ আস্তানা

রেস্টুরেন্ট ব্যবসার আড়ালে চলে ব্যবসা

সুজন কৈরী : রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি, বেইলী রোডের বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে ৩০টি [illegible] জন্য মাদকের [illegible] নিকোটিন মিশ্রিত শিশা সেবন ও বিক্রির আস্তানার সন্ধান পেয়েছে র‌্যাব, পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। তারা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি আস্তানায় অভিযান চালিয়ে [illegible] মালিক ও কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী এসব আস্তানার সন্ধান পায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এছাড়া রাজধানীর মিরপুর ও সংলগ্ন এলাকায় আরো কয়েকটি আস্তানার সন্ধান পাওয়া গেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নজর এড়াতে এরা রেস্টুরেন্ট ব্যবসার আড়ালে এই ব্যবসা করে থাকে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ওইসব রেস্টুরেন্টে আড্ডা দেয়ায় অনেকে মনে করেন স্বাভাবিক আড্ডাই [illegible] তারা আড্ডা দিতে আসেন। এ সুযোগে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়িয়েই চলছে এ ব্যবসা। প্রতিদিনই এ নেশায় [illegible] হচ্ছে অসংখ্য যুবক-যুবতী। এসব যুবকদের রাজকীয় নেশার নামে চরম ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছে একটি চক্র। তবে তাদের সনাক্ত ও গ্রেফতার করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তৎপর রয়েছে।

এদিকে বুধবার রাতে গুলশান ও বনানী এলাকার দুই রেস্টুরেন্টে অভিযানে দুই শিশা ব্যবসায়ী ধরা পড়েছে। গুলশানের জাফিরান রেস্টুরেন্ট থেকে মনোয়ার হোসেন ও বনানীর কারগিল রেস্টুরেন্ট থেকে জাবেদ মিয়া নামের দুই ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের কাছ থেকে ৭কেজি শিশা ও শিশা সেবনের ১৭টি হুক্কা উদ্ধার করা হয়েছে। এর আগের রাতে গুলশান ও বনানী এলাকায় অভিযান চালিয়ে চার ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। অবশ্য পরদিনই তারা জামিনে বেরিয়ে এসেছেন। অন্যদিকে বুধবার রাতে গ্রেফতার দুই ব্যবসায়ীও জামিন আবেদন করেছেন তবে তাদের জামিন আবেদন নাকচ করে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। [illegible] মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর [illegible] পরিদর্শক একেএম কামরুল ইসলাম জানান, মঙ্গলবার রাতের অভিযানে চারজন ধরা পড়ার পর বিভিন্ন মহল থেকে তাদের ছেড়ে দেয়ার জন্য তদবির আসতে থাকে। আর্থিক সুবিধারও প্রলোভন দেখানো হয়।

তবে এদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু আদালত থেকে তারা জামিনে বেরিয়ে এসেছেন। এক্ষেত্রে বাকি শিশা ব্যবসায়ীরা আরো উৎসাহ নিয়ে এ ব্যবসায় নামবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাজধানীর গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি ও বেইলী রোডে অন্তত ৩০টি রেস্টুরেন্টে এ ব্যবসা চলে। চলছে দীর্ঘদিন থেকেই। তবে সঠিক তথ্যের অভাবে অভিযান চালানো হয়নি। আবার অনেক [illegible] রেস্টুরেন্টের মালিক রয়েছে প্রভাবশালীদের। ওইসব রেস্টুরেন্টে অভিযান চালালে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়। দেশের তরুণ ও যুবসমাজকে ধ্বংস করতে একটি চক্র মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের ছোবল থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করতে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও কঠোর আইন প্রয়োগের ওপর জোর দাবি করেন তিনি। [illegible]